যুগান্তর

তারিখ 10 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

রাবি ও রুয়েটে ইয়াবা ব্যবসায় ৪৪ শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মচারী

হাসান আদিব, রাবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ঘিরে গড়ে ওঠা ইয়াবা ব্যবসা চক্রের ৩৪ জনকে শনাক্ত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাদক অধিশাখা, যা প্রধানমন্ত্রীর দফতর হয়ে ৭ নভেম্বর রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনারের (আরএমপি) হাতে পৌঁছেছে। ওই তালিকায় রয়েছেন রাবির ছয়জন শিক্ষক, আটজন কর্মকর্তা-কর্মচারী, ১১ জন ছাত্রলীগ নেতা, তিনজন সাবেক ছাত্রদল নেতা ও ছয়জন সাধারণ শিক্ষার্থী। গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে যাচাই-বাছাই শেষে ওই তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। যার সঙ্গে পাঁচটি মন্তব্য ও চক্র নিয়ন্ত্রণে চারটি সুপারিশ জুড়ে দেয়া হয়েছে। তালিকায় রাবির পার্শ্ববর্তী রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ১০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষক, দুই ছাত্রী ও সাতজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামও রয়েছে। এছাড়া রাজশাহী অঞ্চলভুক্ত পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) চারজন কর্মকর্তার নামও ইয়াবা চক্রের তালিকায় উঠে এসেছে। যার একটি কপি যুগান্তরের হাতে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তালিকা ও চিঠি আরএমপিতে

প্রতিহতে ৪ সুপারিশ কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ

গোপন ওই প্রতিবেদনের শুরুতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে সম্প্রতি ইয়াবার ভয়াবহ বিস্তারে শঙ্কা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। পরে ইয়াবা চক্র নিয়ন্ত্রণে চারটি সুপারিশ করা হয়েছে। তালিকাভুক্তদের নিয়মিত অনুসরণ, কঠোর নজরদারি ও প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে ওই প্রতিবেদনে থাকা কয়েকটি নাম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা। এহসান নামে পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রের নাম তালিকায় উল্লেখ করা হলেও বিভাগে খোঁজ নিয়ে এ নামে কাউকে পাওয়া যায়নি। আর তালিকা প্রণয়নে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিফলন' ঘটেছে বলে দাবি অভিযুক্ত কয়েকজনের।

তালিকাভুক্ত ৬ শিক্ষক : গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন, ড. মুসতাক, আহমেদ, আইবিএ'র সহযোগী অধ্যাপক মোহা. হাছানাত আলী, লোকপ্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক স্বপ্নীল রহমান, মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুস সালাম; চিত্রকলা প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আমিরুল ইসলাম।

৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী : মাহমুদুর রহমান (সহকারী রেজিস্ট্রার, হিসাব শাখা), কেবিএম শাহীন (সেকশন অফিসার, বীমা ইউনিট), রবিউল সরকার রবি (পিয়ন, মেডিকেল সেন্টার), মাসুদ (নিম্নমান সহকারী, প্রশাসন ভবন), তৌহিদুল ইসলাম কালু (ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, ফলিত গণিত), মো. লালন (প্রহরী, স্টুয়ার্ড শাখা), বোরহান উদ্দীন (উচ্চমান সহকারী, হিসাব শাখা), সুণার (নিম্নমান সহকারী, শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা)।

তালিকভুক্ত রাবি ছাত্রলীগের ১১ নেতা : আখতারুল ইসলাম আসিফ (ক্রপ সায়েন্স, সহসভাপতি), আবু খায়ের মোস্তফা রিনেট (ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, সহসভাপতি, ছাত্রলীগ ও সাবেক ছাত্রদলকর্মী), তাওশিক তাজ (বাংলা বিভাগ ও ছাত্রলীগ নেতা), রবিউল আউয়াল মিল্টন (দর্শন বিভাগ ও সহসভাপতি), এরশাদুর রহমান রিফাত (মাস্টার্স, ফিন্যান্স বিভাগ, সহসভাপতি), সাইফুল ইসলাম বিজয় (আইন বিভাগ, বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা), শরিফুল ইসলাম সাদ্দাম (ড্রপ আউট, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা), অনিক মাহমুদ বনি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ কর্মী), এসএম আবু হানজালা (ফোকলোর, সহ-সম্পাদক), মুশফিক তাহমিদ তন্ময়

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

রাবি ও রুয়েটে ইয়াবা ব্যবসায় ৪৪ শিক্ষক শিক্ষার্থী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

(ফোকলোর, সাংগঠনিক সম্পাদক), রেজওয়ানুল হক হৃদয় (সহসভাপতি)।

রাবি ছাত্রদলের সাবেক ৩ নেতাও তালিকায় : আরাফাত রেজা আশিক (সাবেক আহ্বায়ক, ছাত্রদল), দেলোয়ার হোসেন (সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক, ছাত্রদল), নুরুজ্জামান লিখন (সাবেক আহ্বায়ক, হবিবুর হল ছাত্রদল)। এছাড়া ৬ জন সাধারণ শিক্ষার্থী হলেন শফিক (মাস্টার্স, ফিন্যান্স বিভাগ), সেলিম (মাস্টার্স, আইন বিভাগ), নাজমুল ইসলাম পলাশ (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ), পল্লব গুহ (মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগ), মাহমুদুল হাসান মুন্না (গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ), এহসান (মাস্টার্স, পরিসংখ্যান বিভাগ)।

তালিকাভুক্ত রুয়েটের ১০ জন : পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক কামরুজ্জামান রিপন, শাহনেওয়াজ সরকার সেতু (সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, রুয়েট), সংস্থাপন শাখার কম্পিউটার অপারেটর মুরাদ হোসেন, রাজিব হাসান রনি, আখতারুজ্জামান (জুনিয়র অফিসার, সিভিল বিভাগ), এসএম জাকির হোসেন (এমএলএসএস, সিভিল), আসাদুজ্জামান (এমএলএসএস, সিএসই), আশিকুল্লাহ (ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, লাইব্রেরি শাখা)। এছাড়া ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০১২ সিরিজের একজন ছাত্রী (শেখ হাসিনা হল, রুম-১১১) ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের ২০১২ সিরিজের অপর একজন ছাত্রীর নাম রয়েছে ওই ইয়াবা চক্রের তালিকায়।

পাবিপ্রবির ৪ জন : তৌফিকুল ইসলাম সৈকত (সেকশন অফিসার), শাহাদাত হোসেন (সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার), দালাল সরদার বাবু (নিরাপত্তা প্রহরী) ও আহমেদ রায়হান তরু (কম্পিউটার অপারেটর, ফার্মেসি বিভাগ)।

প্রতিবেদনে মন্তব্য : প্রতিবেদনে ইয়াবার ভয়াবহতা প্রসঙ্গ টেনে সেখানে চারটি মন্তব্যও জুড়ে দেয়া হয়েছে। সেগুলো হল— এক. ইয়াবাসহ মাদক ব্যবহার বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে অন্য শিক্ষাঙ্গনগুলোয়ও তা ছড়িয়ে পড়বে। দুই. ইয়াবার এরূপ ব্যবহার চলতে থাকলে জাতি মেধাশূন্য হয়ে পড়বে এবং কর্মস্পৃহা হারিয়ে বেকার থেকে দেশের বোঝা হয়ে পড়বে। তিন. মাদকের অর্থ সরবরাহ করে জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসীগোষ্ঠী মাদকাসক্তদের ম্যানেজ করে ক্যাম্পাসে অবৈধ অস্ত্রের প্রবেশ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে চালানোর সুযোগ পেতে পারে। চার. এতে অশ্লীলতা ও পাশবিকতা এবং ছাত্রীদের হয়রানি বৃদ্ধি পেতে পারে। পাঁচ. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও মাদকে জড়িয়ে পড়া জাতির জন্য অশনিসংকেত বৈ কিছু নয়।

প্রতিবেদনে সুপারিশ : তালিকার সঙ্গে যুক্ত অংশে চারটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। এক. জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। দুই. ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলগুলোয় বহিরাগতদের সীমিত আকারে প্রবেশ কিংবা প্রয়োজনে বহিরাগতদের আগমনে নতুন কার্যকরী কৌশল গ্রহণ। তিন. ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অনুমোদিত ব্যতীত এবং ভাসমান চা পানের দোকান উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা। চার. ক্যাম্পাসের নিকটবর্তী মেস সমৃদ্ধ এলাকায় স্থাপিত হোস্টেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক আকস্মিক তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

অভিযুক্তদের বক্তব্য : তালিকায় নাম থাকা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন যুগান্তরকে বলেন, 'আজ অসিলা মাদক, কাল হয়তো অন্য কিছু হবে। যুক্ত ক্যাম্পাসকে নষ্ট করে কোনো মঙ্গলের দিকে আমরা যেতে পারব না। ব্যক্তিগতভাবে আমার নাম ইয়াবা চক্রে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে বলতে পারি— লেখাপড়া, শিক্ষকতা ছাড়া আমি তেমন কোনো কাজই করি না। একটু-আধটু কবিতা ও গান করি, ফলে এটা হাস্যকরও বটে। আবার খুব চিন্তারও বটে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাভারে কারা কাজ করছেন, তারা সবকিছু ঠিকঠাক করছেন কিনা? মনে হয়, কোথাও একটু গোলমাল আছে।' এছাড়া তালিকাভুক্ত অন্য চারজন শিক্ষক এটিকে 'উদ্ভট ও বানোয়াট' বলে দাবি করেছেন। তবে লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষক স্বপ্নীল রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া ছাত্রলীগ নেতাদের পক্ষ নিয়ে 'তালিকাটি বিভ্রান্তিকর' বলে দাবি করেন।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : বুধবার রাজশাহীতে এসে এ বিষয়ে কথা বলেছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হক। তিনি বলেন, 'কেউ যদি মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকে, সে যত বড় গডফাদার হোক, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারা যে দলের হোক বা যত প্রভাবশালী হোক, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার বিধানও আছে। আমরা কারও প্রতি অনুকম্পা দেখাব না। কোনো পুলিশ কর্মকর্তাও যদি মাদক কারবারে যুক্তদের ব্যাপারে অনুকম্পা দেখায়, তবে তথ্যপ্রমাণ পেলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।' রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার (আএমপি) মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত। তবে তালিকা এবং প্রতিবেদনটি এখনও আমি দেখিনি। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হবে। তবে পুলিশ কাউকে অযথা হয়রানি করবে না, তথ্যপ্রমাণ মিললে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

রাবি ভিসি অধ্যাপক ড. এম আবদুস সোবহান যুগান্তরকে বলেন, 'সত্যিকার অর্থে এটি গভীর পরিতাপের বিষয়, খুবই উদ্বেগজনক। শিক্ষকরা যখন এ অনৈতিক কাজে জড়ান, তাদের কাছে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা অনৈতিক কাজে জড়াবে— এটা খুব স্বাভাবিক। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন দারকার। বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি আইন আছে, নৈতিক স্খলনের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আমি মনে করি, সেটি নেয়ার সময় এসেছে।'